দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৩০.৭.৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জরিপ : কয়েকটি প্রস্তাব

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৬০০ মেধাবী ছাত্র এবং ৭৫ জন সরকারী কলেজের অধ্যাপকের সাহায্যে সারা দেশের বেসরকারী কলেজ স্কুল ও মাদ্রাসা সমূহের একটা জরিপ কার্য পরিচালনা করেছেন। জরিপে দেখা গেছে, সারা দেশে প্রায় ২০% জন শিক্ষক ও কর্মচারী ভুয়া অথচ তাদের নামেও কল্যাণ ভাতা নেয়া হচ্ছে। অস্তিত্বহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে উন্নয়ন তহবিল, শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ভাতা ইত্যাদি নিয়মিত তোলা হচ্ছে। এতে ও বৎসরে সরকারের প্রায় ২০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। (দৈনিক বাংলা—১৮ এপ্রিল দ্রষ্টব্য)। জরিপের একজন তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবে আমি মনে করি ইতিপূর্বে আর কখনো এরূপ কাজ হয়নি এবং তথ্য সমূহ মোটামুটি নিরপেক্ষ। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে শিক্ষক কল্যাণ ভাতা উন্নয়ন তহবিল গ্রান্টইটি এইডে প্রভৃতি দেয়া হবে। সম্প্রতি

(৪-এর কঃ দঃ)

(৮-এর কঃ পর)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদফতর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে বছরের শেষ কিস্তির (চতুর্থ) কল্যাণ ভাতা পাঠানোর মেমোতে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন তাতে জরিপ ও উক্ত বিভাগ সম্পর্কে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে, তাই আমি সদাশয় সরকারকে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ পর্যালোচনার জন্য পেশ করছি।

১। জরিপে যেসব শিক্ষককে দেখানো হয়েছে তাদের নামের পার্শ্বে ব্যক্তিগত স্কেল ও টাকার অংক সংবলিত মেমো ইস্যু করা হোক। যাদের নামে টাকা ইস্যু করা হবে না তাদের সম্পর্কে বক্তব্য এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হোক।

২। কোন কারণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী হ্রাস করার নির্দেশ জুলাই '৮৩ থেকে কার্যকরী হোক এবং তাদের নামে ইস্যুকৃত পূর্বের ভাতা মানবিক কারণে ছেড়ে দেয়া হোক।

৩। যাদের বিবরণী অনুযায়ী স্কেল পরিবর্তন করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে মেমোতে ব্যাখ্যা দেয়া হোক। তাদের ভাতা পরিবর্তন জরিপের সময় (জানুয়ারী '৮৩) থেকে কার্যকরী করা হোক।

৪। জরিপ ফরমের বিবরণ অনুযায়ী সঠিকভাবে স্কেল নির্ধারণ ও সংশোধন করা হোক।

৫। ভুয়া শিক্ষকের নামে ভবিষ্যতে যেন আর ভাতা তোলা না যায় তার কার্যকরী ব্যবস্থা চাই।

৬। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয় তার পরিবর্তন সাধন করা হোক। এব্যাপারে সম্ভবত প্রত্যেকের নামে ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে ভাতা পাঠানোই যুক্তিযুক্ত।

৭। জরিপের ভুলত্রুটি কিংবা শিক্ষকদের শিক্ষা পরিদফতরে ভিড় এড়াবার অজুহাতে কোন ক্রমেই সব অভিযোগ-আপত্তি যেন সমাধা করা না হয়। এতে অনেকেই সুযোগ বুঝে কাজ করতে দ্বিধা বোধ করবে না।

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।